গাংনীতে ট্রলি চাপায় কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে ইট বোঝায় স্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলি চাপায় কাল্লু মন্ডল নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কাল্লু মন্ডল গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দনপুর গ্রামের সুষ্ঠু মন্ডলের ছেলে। নিহত কাল্লু মন্ডলের ভাতিজা মন্টু সরকার জানান, তার চাচা কাল্লু মন্ডল ছেলেদের জন্য ঢাকায় চাল পাঠাতে গাংনীতে যায়।

দুরপাল্লার একটি পরিবহনে চাল তুলে দিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বাঁশবাড়িয়া বাজারে রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির ইটবোঝায় ট্রলি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কাল্লু মন্ডল বাঁশবাড়িয়া বাজারের রোড ডিভাইডারের পকেট রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রলি তাকে চাপা দিলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পরে চালক ট্রলি ফেলে পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার এসআই আতোয়ার রহমান জানান, ভাটপাড়া রিপন ইটভাটার তিনটি ট্রলি মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিলো।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, দূর্ঘটনা স্থল থেকে সুষ্ঠু মন্ডলের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খুলনা মেডিকেলের প্রিজন সেলে মেহেরপুরের আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু!

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর জেলা কারাগারের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম গোলাম মোস্তফা (৫৫)। তিনি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ।

কারা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার সকালে গোলাম মোস্তফার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে গোলাম মোস্তফা কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরদিন সকালে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় পাঠানো হয়। স্ট্রোক জনিত কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে স্থানীয় চিকিৎসকরা মনে করছেন বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

কারা সূত্র ও নথি অনুযায়ী, গোলাম মোস্তফা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পিতার নাম সাইতুল্লাহ মণ্ডল। নথিপত্রে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে অন্তত তিনটি মামলায় তিনি জামিনে ছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জামিনে থাকা অবস্থায় তাকে ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর দায়েরকৃত আরেকটি মামলায় আটক দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালতের আদেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআরে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ৪২৭, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭ ও ৫০৬ ধারাসহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ বলেন, ‘শুক্রবার রাতে কয়েদি গোলাম মোস্তফা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকাল সাতটার দিকে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি হাতে পাইনি।’

কয়েদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুত্বর আহত শ্রমিক আব্দুল মান্নান চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আব্দুল মান্নান সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার আক্কাস আলীর ছেলে। জানা গেছে, সোমবার দুপুরের দিকে শহরের ফৌজদারি পাড়ায় বাপ্পী সরকার নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন বাড়িতে সিঁড়ি ঘরের টিন প্লাস্টিকের পাইপ লাগানোর ভবনের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের উচ্চভোল্টেজ সম্পন্ন মেইন লাইনের সাথে টিন বাধা তারের স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকা বার্ন ইউনিটে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

মঙ্গলবার বিকেলে তিনি মারা যান।

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রবাসী কাদের মিয়ার মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঝা গ্রামের প্রবাসী কাদের মিয়া মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গতকাল শনিবার মালয়েশিয়ায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাদের মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ায় প্রবাসজীবন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মৃত্যুর খবরে পরিবার ও এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

মরহুম কাদের মিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

মেহেরপুরের কোলাতে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলা গ্রামে ডালিমের মৃত্যু ঘিরে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের সাথে বাকি বিতণ্ডার এক পর্যায়ে স্ট্রোক করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে সেখানে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত গাজিউর রহমান ডালিম (৫৫) ও অভিযুক্ত মুনজা রহমান (৪৫) একই গ্রামের মৃত মিনহাজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দুই সহোদরের মধ্যে জমি ও বাড়ির জায়গা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন ওই বিরোধকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়, যা একপর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

খবর ছড়িয়ে পড়ে বড় ভাই ডালিমের গলায় থাকা মাফলার ধরে টান দেন ছোট ভাই মুনজা। অপর প্রান্তে মাফলারের অংশ ধরে ছিলেন মুনজার স্ত্রী আনজেরা খাতুন। এতে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন ডালিম।

পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে থানা সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত মুনজা রহমান ও তার স্ত্রী আনজেরা খাতুন পলাতক রয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছে।

ময়নাতদন্ত না করে নিহত ডালিমের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জীবননগরের বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যুতে

উত্তপ্ত শহর, অবরোধ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যু সংবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

গত সোমবার রাত ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ এর এক পর্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পরে সেনাবাহিনীর একটি টিম তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শামসুজ্জামান ডাবলু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। মৃত্যুর খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতাকর্মীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে। এই অবরোধ রাত ১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে।

সকাল ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম স্থানীয় শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর সকাল ১১টায় জীবননগর থানার একটি টিম স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে বিক্ষিপ্ত জনতা তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় জীবননগর থানার ওসি সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন।

দুপুর ১টায় লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন এবং পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম । লাশ নেওয়ার পরপরই জীবননগরের প্রধান সড়কগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে থাকেন।

জেলা প্রশাসন মোঃ কামাল হোসেন বলেন, ময়না তদন্ত করা হবে ময়না তদন্ত শেষে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই দিনে মেহেরপুরের দুই বিএনপি নেতার মৃত্যু

মেহেরপুরে একই দিনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার দুই বিএনপি নেতা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও মাইলমারী গ্রামের বাসিন্দা মফিজুর রহমান বাচ্চু এবং মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবরপাড়া ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ছমির উদ্দিন মোল্লা।

শনিবার রাতে পৃথক সময়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেন। তাদের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মরহুম মফিজুর রহমান বাচ্চু ও ছমির উদ্দিন মোল্লার রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির শোক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

শোকবার্তায় জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের এক অবিসংবাদিত নেত্রী

ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় তার অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই শোকের মুহূর্তে সবাইকে ধৈর্য ধারণ করে দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে কোরআন খতম শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ের সমর্থকরাও অংশগ্রহণ করেন। দোয়া শেষে মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত এবং জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করা হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় রকিবুল ইসলামের মৃত্যু

মেহেরপুরের আমদহে ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত রকিবুল ইসলাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিহত রকিবুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শামসুল হুদার ছেলে। তিনি মালয়েশিয়া প্রবাস ফেরত ছিলেন।

এর আগে একই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন তার ভাগ্নে মো. লিজন (৩২)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মো. মফিজুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রকিবুল ইসলাম ও তার ভাগ্নে লিজন মোটরসাইকেলযোগে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রাম থেকে সদর উপজেলার টেংরামারি এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে সদর উপজেলার আশরাফপুর বাইপাস সড়কের বোরিং এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে

আসা একটি বালুবাহী ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে দু’জনই সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় ডাম্প ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই লিজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রকিবুল ইসলামকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে একদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বুধবার দিবাগত রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ওসমান হাদীর মৃত্যুতে আলমডাঙ্গায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল

আলমডাঙ্গায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদ ও খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ ও শোক মিছিল করেছে ছাত্র-জনতা।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গার আলিফ উদ্দিন মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের ‘৭১ স্তম্ভ মোড়’ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় আলিফ উদ্দিন মোড়ে এসে সমবেত হয়। এ সময় পুরো এলাকা শোক ও প্রতিবাদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিক্ষোভ ও শোক মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক রাকিব মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা কামরুল হাসান কাজল, আরাফাত রহমান, তাওহিদ খান ও শাকিব মাহমুদ।

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য দেন এবি পার্টির মুসাব ইবনে শাফায়েত, এনসিপির সালেহীন কাউনাইন (সামাউন) এবং গণঅধিকার

পরিষদের খন্দকার মাশুক।

সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ওসমান হাদীর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে কর্মসূচি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।